শরদিন্দুর নির্বাচিত গল্পের রহস্যভেদে ব্যোমকেশ চরিত্র

Synopsis Submitted to MCC for the partial fulfilment of the degree of Master of Humanities(Bengali)

অনুগবেষক/ অনুগবেষিকা-

অম্বিকা তেওয়ারী
আস্তিক নাগ
চম্পক রঞ্জন দাস
জয়ী ঘোষ
দীপিকা ঘাঁটা
দীপ্তি ঘরামী
মেঘনা চালক

তত্ত্বাবধায়ক-

ড. রাকেশ জানা (প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ)

শ্রী অভি কোলে (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর সিটি কলেজ)

বাংলা বিভাগ

মেদিনীপুর সিটি কলেজ

কুতুরিয়া, পোস্ট- ভাদুতলা,
পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১১২৯

2023

শরদিন্দুর নির্বাচিত গল্পের রহস্যভেদে ব্যোমকেশ চরিত্র

স্ব-ঘোষণাপত্র

আমরা বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠ পর্যায়ের BNG-205 পত্রের প্রকল্পের জন্য **"শরদিন্দুর নির্বাচিত গল্পের রহস্যভেদে ব্যোমকেশ চরিত্র"** শীর্ষক এই গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছি। এই অভিসন্দর্ভ আমার মৌলিক গবেষণার ফল। এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোন মহাবিদ্যালয়ে প্রকল্পপত্র রূপে জমা দেওয়া হয়নি।

তারিখ- অনুগবেষক/অনুগবেষিকা

স্থান- মেদিনীপুর সিটি কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ

Approval sheet

This project report entitled “
by   is approved for the degree of

Signature of Examiners
Name:

Signature of Guide
Name: Dr. Rakesh Jana
Sri Abhi Koley

Signature of Principal
Name: Dr. Sudipta Chakraborty

Signature of Directors
Dr. Pradip Ghosh
Director

Midnapore City College
Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অম্বিকা তেওয়ারি,আস্তিক নাগ,চম্পক রঞ্জন দাস,জয়ী ঘোষ,দীপিকা ঘাঁটা,দীপ্তি ঘরামী,মেঘনা চালক আমরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মেদিনীপুর সিটি কলেজের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় পাঠপর্যায়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী।আমাদের নির্ধারিত প্রকল্প"শরদিন্দুর নির্বাচিত গল্পের রহস্যভেদে ব্যোমকেশ চরিত্র"।এই প্রকল্পটি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মাননীয় ড. প্রদীপ ঘোষের কাছে ,এবং অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় মাননীয় ড. সুদীপ্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।এছাড়াও এই প্রকল্পটিকে মৌলিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যাদের সর্বদাই পাশে পেয়েছি তারা হলেন বিভাগীয় প্রধান ড. রাকেশ জানা মহাশয় ও শ্রী অভি কোলে মহাশয়কে এছাড়াও এই মহতী প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক শ্রী আশীষ বারিক মহাশয়ের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তক সাহায্য করে কাজটিকে সাফল্য মন্ডিত করতে সহায়তা করেছেন।এছাড়াও আমাদের এই প্রকল্পটি সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের সম্রাট দত্তগুপ্ত (দাদা) ও অভিজিৎ গিরি (দাদা) কাছে এবং আমাদের সহপাঠীদের কাছে,যারা এই প্রকল্পের কাজটিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।এছাড়া প্রযুক্তি মাধ্যমের যেদিকটার কথা উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো ইন্টারনেট ব্যাবস্থা।

নিবেদনান্তে

সূচিপত্র

- ভূমিকা
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- পদ্ধতি
- গোয়েন্দা কাহিনি কি
- বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী কবে ,কার কার হাত ধরে এসেছে
- পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্য-এর গোয়েন্দা কাহিনীর পার্থক্য
- লেখক পরিচয়
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের আভিসন্দর্ভের অধ্যায়বিন্যাস
- ভৌতিক কাহিনী বনাম গোয়েন্দা কাহিনী
- ব্যোমকেশ কিভাবে রহস্য উদঘাটন করতো এবং অন্যান্য গোয়েন্দারা কিভাবে রহস্য উদঘাটন করতো
- চরিত্র বিশ্লেষণ ব্যোমকেশ ও কিরীটি ও ফেলুদার
- অন্যান্য গোয়েন্দাকে কেন গোয়েন্দা বলা হচ্ছে ব্যোমকেশকে কেন সত্যান্বেষী বলা হচ্ছে
- অন্যান্য গল্প কেন সবার জন্য আর ব্যোমকেশের গল্প কেন প্রাপ্তমনস্কদের জন্য
- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ চরিত্রটি গোয়েন্দা হিসেবে কেন সফল, তা গল্পগুলির নিরিখে বিশ্লেষণ করে দেখানো
- উপসংহার
- গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

সুকুমার সেন দাবি করেছেন _ হাজার বছরের পুরানো সাহিত্যেও অপরাধ বিষয়ক কাহিনীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সাধারণত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোয়েন্দা গল্প বা ক্রাইম কাহিনীর যাত্রা শুরু বলে মনে করা হয়। পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম শুরুর সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হলেও সুকুমার সেন দাবি করেছেন _ হাজার বছরের পুরানো সাহিত্যেও অপরাধ বিষয়ক কাহিনীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়।যেমন প্রাচীনতম লিখিত গল্প হিসেবে লেখক যাকে দাবি করেছেন সেটি ওল্ড টেস্টামেন্ট এর দানিয়ালের ঘটনা এবং সে হিসেবে প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো। একই ভাবে এই উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যেও ক্রাইম কাহিনীর উপস্থিতি নির্ণয় করেছেন। মহাভারত যাতক পঞ্চতন্ত্র, ‘ঋগ্বেদ’ বিভিন্ন বৈদিক গল্প থেকে এই ধরনের গল্প গুলো বাছাই করেছেন।স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে এইসব গল্প কিভাবে ক্রাইম কাহিনীর আওতাভুক্ত? মজার কথা হলো এই প্রশ্নই লেখক কে সারা বিশ্বের ক্রাইম কাহিনী নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত হতে এবং পরবর্তীতে পুস্তক প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কঙ্কাল’ গল্পটিকে সকলে ভৌতিক গল্প হিসেবেও জানলেও লেখক একে ক্রাইম কাহিনী বলে দাবি করেছিলেন বন্ধুদের একটি আড্ডায়।ক্রাইম কাহিনী কাল ক্রান্তি বইতে মোট চারটি অধ্যায় রয়েছে _ বুদ্ধিশরণ, বিদ্যাশরণ, ভাবশরণ এবং অনুশরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. গোয়েন্দাধর্মী গল্প কী? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গোয়েন্দাধর্মী গল্পের, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো।

২. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যারের ব্যোমকেশ চরিত্রটি গোয়েন্দা হিসেবে কেন সফল, তা গল্পগুলির নিরিখে বিশ্লেষণ করে দেখানো।

৩. গোয়েন্দা ও সত্যান্বেষনের মধ্যে তফাৎ কোথায়? শরদিন্দুর ব্যোমকেশ কেন সত্যান্বেষী, তার পর্যালোচনা করো।

প্রকল্পের পদ্ধতি

ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক পদ্ধতি

গোয়েন্দা কাহিনি কি: গোয়েন্দা কল্পকাহিনী বা সংক্ষেপে গোয়েন্দা কাহিনী হলো অপরাধ কল্পকাহিনী ও রহস্য কল্পকাহিনীর একটি উপশাখা যেখানে একজন শৌখিন বা পেশাদার গোয়েন্দা কোনো অপরাধ বা খুনের তদন্ত করেন। এর কাহিনী সাধারণত রহস্যপূর্ণ হয় এবং প্রায়শই দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর। তাই এইসব গল্প সহজে সকলকে আকর্ষণ করে। ছোট থেকে বড় সকলেই গোয়েন্দা গল্প পড়তে পছন্দ করে।পৃথিবীজুড়ে বহু বিখ্যাত সাহিত্যের মাঝে তাই গোয়েন্দা কাহিনীর নিজস্বতা রয়েছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে গোয়েন্দা কাহিনী সবার উপর। এ গল্পগুলো মানুষকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন করে। বিখ্যাত কয়েকটি গোয়েন্দা গল্পের চরিত্র হলো শার্লক হোমস, ফেলুদা, ব্যোমকেশ,কাকাবাবু, ইত্যাদি।কিছু পণ্ডিত প্রস্তাব করেছেন যে, কোনো কোনো প্রাচীন এবং ধর্মীয় রচনার সাথে আজকের গোয়েন্দা কাহিনির সাদৃশ্য আছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের সুসানা এবং এল্ডারস গল্পে দুজন সাক্ষীর কথা/সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যখন দানিয়েল তাদের জেরা করেন। তবে লেখক জুলিয়ান সিমন্স মন্তব্য করেছেন যে, যারা বাইবেল বা হেরোডটাসে গোয়েন্দাগিরির উপাদান খোঁজেন, তারা শুধু পাজেল বা ধাঁধাই খোঁজে আর এসব পাজল গোয়েন্দা গল্প নয়।

বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী কবে ,কার কার হাত ধরে এসেছে : বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনি লেখা হয়েছে অনেক পরে। এর মূল প্রেরণা এসেছে বিদেশি গল্পের হাত ধরে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এডগার অ্যালেন পো-র (১৮০৯-১৮৪৯) কথা। তার রচিত Murders in the rue morgue ফিলাডেলফিয়া থেকে গ্রাহামস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ১৮৪১-এর এপ্রিল মাসে এবং এটাকে পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনি বলে ধরা হয়। ডিটেকটিভের নাম ছিল মঁসিয়ে দুপ্যাঁ (Dupin)। মজার কথা, এর এক বছর পরেই ১৮৪২ সালে ইংল্যান্ডে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড খোলা হয়। চার্লস ডিকেন্সের Bleak house-এর রেশ ধরে উইলকি কলিন্স রচনা করেন The woman in white (১৮৫৯) ও The moonstone (১৮৬৮)। এর পরে এসেছেন আর্থার কোনান ডয়েল ডিটেকটিভ শার্লক হোমস ও সহকারী ডাঃ ওয়াটসনকে নিয়ে। তার লেখা গল্পগুলি The adventures of Sharlock Holmes (১৮৯২) ও The memoirs of Sharlock Holmes ১৮৯৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আর্থার কোন্যান ডয়েল–জীবন ও সাহিত্য' নামে এ বিষয়ে একটি তথ্য সমৃদ্ধ বই লিখেছেন প্রসাদ সেনগুপ্ত। গোয়েন্দা কাহিনির চেয়ে ঐতিহাসিক গল্প লিখতেই ডয়েলের ভাল লাগত এবং সে কারণেই তিনি শেষ গল্পে শার্লক হোমসকে মেরে ফেলে হাত ধুয়ে ফেলেন। কিন্তু অনুরাগী পাঠকেরা ছাড়বে কেন ? অতএব শার্লক হোমসকে বাঁচিয়ে তুলে ডয়েলকে লিখতে হয় Hound of the Baskervilles (১৯০২)। এটি পরবর্তীকালে অনেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এরই আদলে 'জিঘাংসা' (১৯৫১) নাম দিয়ে অজয় করের পরিচালনায় বাংলায় চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, অনেক পরে হিন্দিতে হয়েছে 'বিশ সাল বাদ' (১৯৬২)। এ প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে আগাথা ক্রিস্টির (১৮৯০-১৯৭৬) নাম তো উল্লেখ করতেই হয়। ইংল্যান্ডের মহিলা গোয়েন্দা কাহিনির এই লেখিকাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হিসাবে গণ্য করা হয়। মোট ৬৭টি গোয়েন্দা কাহিনী রচনা করেছেন তিনি, 'লন্ডন রহস্য' নামে কয়েক খন্ডে বাংলায় অনূদিত হয়েছে।বাংলা ভাষায় লেখা গোয়েন্দা কাহিনির কথা বলতে গিয়ে বিদেশের অনেক লেখার কথা আলোচনায় এসে গেল। কিন্তু এটা অপ্রাসঙ্গিক নয় ; এসব লেখার দ্বারাই প্রাণিত হয়ে বাংলায় গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু হয়। সকলেই যে হুবহু অনুকরণ করেছেন তা নয়, তবে মূল প্রেরণা যদি বিদেশি গল্প থেকে না আসত তবে রবীন্দ্রনাথ হয়ত সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরী থেকে এডগার অ্যালেন পো বা অন্যান্য কাহিনি পড়তেন না। ফলে আমরা হয়ত সম্পত্তি সমর্পণ, ক্ষুধিত পাষাণ, কঙ্কাল, নিশীথে প্রভৃতি রহস্য গল্পের স্বাদ পেতাম না বা হারাতাম পাঁচকড়ি দে-র দেবেন্দ্রবিজয় বা গোবিন্দরামকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কবিগুরু ও তাঁর শান্তিনিকেতন কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বে গোয়েন্দাদের নজরে পড়েছিল। প্রকৃতির নিভৃত অন্দরে এই বিখ্যাত লোকটির কাছে কারা যাতায়াত করছে, কী তাদের কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্য এটা নিয়ে গোয়েন্দাদের দ্বন্দ্ব ছিল।

পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্য-এর গোয়েন্দা কাহিনীর পার্থক্য : বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্পের সম্ভার অজস্র। অনেক বিখ্যাত লেখক লেখিকারা এই বিশেষ শ্রেণীর গল্পের দ্বারা নিজেদের পরিচয় অর্জন করেছেন। আবার কারুর চরিত্র তার থেকেও বেশি খ্যাতি লাভ করেছে। কিছু কিছু চরিত্র বাঙালিদের মনে এমন ভাবে স্থান করে নিয়েছে যে তাদের সৃজনকর্তারা আমাদের কাছে দেবতাতুল্য। সত্যজিৎ রায়-এর 'ফেলুদা' ওরফে 'ফেলু মিত্তির',কিংবা শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় রচিত 'ব্যোমকেশ'-এর 'ব্যোমকেশ বক্সী', অথবা 'কাকাবাবু'-তে 'রায় চৌধুরী'-এরা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাণ ভোমরা। এদের ছাড়া বাংলা গোয়েন্দা গল্প অসম্পূর্ণ। এছাড়াও 'কিরীটী', 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার' অথবা বাচ্চাদের প্রিয় 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' প্রভৃতি গল্প বাংলা পাঠকদের কাছে অমৃত কলসের মতো। এদের নিয়েই বাঙালির বড়াই। এই গোয়েন্দা গল্পের নায়কদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সুপরিকল্পিত ধ্যান ধারণার কাছে হার মানতে হয় অনেক বড় বড় খলনায়কদের। যা দেখে আমাদের মনে জেগে ওঠে ওদের মতই না জানাকে জানার ও না দেখাকে দেখার স্পৃহা। আবার কখনো বা আমরা এদের সহসঙ্গীদের কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে যাই। এমন খুব কম পাঠক আছেন যারা 'ফেলুদা' পড়ার সময় তপসের কিংবা 'কাকাবাবু'-র ক্ষেত্রে সন্তুর ফ্যান হয়ে যায়নি। এই সমস্ত চরিত্ররা আপামোর বাঙালিকে নিজেদের জাদুতে ভুলিয়ে রেখেছে। এই সমস্ত গোয়েন্দা গল্পগুলি আমাদের অবসর সময়ের সঙ্গী যা দিয়ে আমরা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলতে পারি। এই গল্পগুলির ত্রুটি বার করা কিংবা পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে এদের তুলনা অক্ষম্য। আর তা করবার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কোনটাই আমার নেই। তাই পূর্বেই এই অপরাধের মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। পূর্বেই বলেছি এই গোয়েন্দা গল্পের স্রষ্ঠারা বাঙালি পাঠকদের কাছে এক একজন কিংবদন্তী। তাদের সৃষ্টি করা চরিত্ররা জীবন্ত ও নিজেদের দুনিয়ায় অতুল্য। পাশ্চাত্যের গোয়েন্দাদের সাথে এদের মিল খুব কমই দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তা লাভদায়ক হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা এক বিশেষ ঘাটতির সৃষ্টি করে। এই ঘাটতি প্রাচীন পড়ুয়াদের বিব্রত না করলেও নবীনরা এতে কিঞ্চিত বিব্রত হতেই পারে। আসলে এই সমস্ত গোয়েন্দা গল্পগুলির বেশির ভাগের সৃষ্টি অতীতে। তৎকালীন সময়ে গোয়েন্দা গল্পে হাতাহাতি কিংবা মুষ্ঠিযুদ্ধের চল এদেশীয় ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্যের গোয়েন্দারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাথে সাথে সুগঠিত শরীর ও মুষ্ঠিযুদ্ধের কুশলী ছিলেন। অতীতের পাঠকদের কাছে বিষয়টি নিঝক অপ্রোয়োজনিয় হলেও নবীন পাঠকরা এটা ঠিক মেনে নিতে পারেননা। তাদের কাছে তাদের নায়ক হবেন সর্বগুণ সম্পন্ন,যে প্রয়োজনে হাতের লড়াইয়ে ধরাসাই করে দেবে তার শত্রুদের। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের গোয়েন্দারা অনেক এগিয়ে বাঙালি গোয়েন্দাদেরথেকে। আমরা 'শার্লক হোমস' কিংবা 'জেমস বন্ড'-কে এই ধরনের কার্যকলাপ করতে পরে বা দেখে থাকতে পারি। এছাড়া পাশ্চাত্যের গোয়েন্দারা বিজ্ঞান আনুষঙ্গিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রায়ই করে থাকেন তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে,কিন্তু বাঙালি গোয়েন্দা গল্পে তার উল্লেখ অতি অল্প। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তথা অন্যান্য আধুনিক বস্তুর ব্যাবহার পাশ্চাত্যে দেখা গেলেও বাঙালি গোয়েন্দাদের কাছে শুধু একটি পিস্তল-এর বেশি কিছুই থাকে না। বস্তুতই তা আধুনিক পাঠকের আধুনিক মনকে আকর্ষিত করতে কিঞ্চিত হলেও ব্যর্থ হবে। এছাড়া বাঙালি খলনায়করাও পাশ্চাত্যের খলনায়কদের থেকে অতিমাত্রায় সাধারণ প্রতিপন্ন হয়। যেখানে বাঙালি খলনায়করা অল্পবিস্তর খুন অথবা অপহরণ বা বাটপারির দায়ে দোষী হন সেখানে পাশ্চাত্যের খলনায়কদের

হুমকি হয় বিশ্ববিনাশী। তাদের জাল বিন্যস্ত থাকে সারা পৃথিবী ব্যাপী। সেক্ষেত্রে গোয়েন্দার কর্তব্য ও পাঠকের আগ্রহ দুটোই বৃদ্ধি পায়। বাঙালি খলনায়করা ভয়ংকর হলেও তা এতটা নয় যে বিশ্ব শান্তি তাতে নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য কিছু না থাকলেও নবীন পাঠকেরা রোমাঞ্চ একটু বেশিই ভালবাসেন। পাশ্চাত্যের সাথে তুলনা না করলেও বাংলা গোয়েন্দা গল্পে এমন কিছু বিশেষ দিক আছে যা গল্পগুলিতে না থাকলে তা আরো বেশি ভালো লাগতো বলে আমার মনে হয়। যেমন গল্পের নায়ক যখনই কোথাও বেড়াতে বা একান্ত সময় কাটাতে যায় সেখানেই কিছু না কিছু ঘটে এবং নায়ক সেই বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। তা একবার বা দুবার মেনে নেওয়া সম্ভব হলেও একই সংযোগ বহুবার ঘটলে তা পরবর্তী গল্পের আগ্রহকে ক্ষীণ হলেও ম্লান করে বৈকি। এবং তা ধীরে ধীরে পাঠকদের মনে অনীহার জন্ম দেয়। তথাপি এই সমস্ত গুলিকে অগ্রাহ্য/অদেখা করলে, বাংলা গোয়েন্দা গল্প এমন সব রোমাঞ্চকর অভিযান ও মগজধোলাই দেওয়া ঘটনাতে পরিপূর্ণ যে তা যেকোনো পাঠকের মনকে আকর্ষিত করতে সক্ষম তা সে নবীন হোক বা প্রাচীন। আমরা বাঙালিরা আমাদের গোয়েন্দা গল্প নিয়ে আজীবন গর্বিত ছিলাম, আছি ও থাকবো।

লেখক পরিচয় : ১৮৯৯ সালে জৌনপুরে শরদিন্দুর জন্ম, বড়ো হয়েছেন মুঙ্গেরে আর পাটনায়। বংশে ওকালতি করার চল ছিলো। প্রথম কবিতা লেখেন চোদ্দো বছর বয়সে, প্রথম সম্পূর্ণ গল্পের কালে বয়স ষোলো, প্রথম ছাপা হচ্ছে একটি কবিতার বই, তাঁর বয়স তখন কুড়ি। উনিশ বছরের পাত্র বিয়ে করলেন এগারো বছর বয়সের পাত্রীকে। তারপর আইন পড়া, ছাড়া, বাবার আগ্রহাতিশয্যে ওকালতি শুরু, তিন বছর পরে তা ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যজীবী। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত গল্প লিখেছেন, তারপর খুব একটা ঘোরাঘুরি না করেই তখনকার নামকরা মাসিক পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ঢুকে গেছেন তাঁর লেখার গুণের জোরে। প্রথম গল্পের বই জাতিস্মর, প্রকাশ ১৯৩২। ১৯৩৮ সালে মুম্বই যান বোম্বে টকীজে চিত্রনাট্য লেখার চাকরী নিয়ে, সেখানে রইলেন ১৯৪১ পর্যন্ত। তারপর স্বাধীন চিত্রনাট্যকার, সেখানে সফল হওয়া সত্ত্বেও সিনেমার জগত ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় ফিরে আসেন ১৯৫২ সালে। সে সঙ্গে আবাস পরিবর্তন, মুম্বই থেকে পুণেতে। জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন, মৃত্যু ১৯৭০ সালে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

সত্যান্বেষী:

বাংলা ভাষার নবীন ধারায় ডিটেকটিভ গল্প-কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনান ডয়েলের অনুসরণে একটিমাত্র ডিটেকটিভ ভূমিকার অবতারণা করেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের গল্পমালার নায়করূপে। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল 'সত্যান্বেষী' গল্পে। ব্যোমকেশ পুলিসের চাকরি করেন না, ডিটেকটিভগিরি তাঁর জীবিকার্থে নয়, সখের, খেয়ালের। সত্য ও তথ্যের অনুসন্ধানে তাঁর স্বভাবসঙ্গত নিঃস্বার্থ জিজ্ঞাসাবৃত্তি ছিল (লর্ড পিটার উইমসির মতো), তা-ই তাঁকে হোমসের মতো দৌঃসাধিক করেছিল। হোমসের সঙ্গে ব্যোমকেশের মিল নামের মধ্যে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারটুকু কানে না তুললে ওই পর্যন্তই। ব্যোমকেশ হোমসের মতো উৎকেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়, বিজ্ঞানদক্ষ নয়, গুণী বেহালাদার নয়, নেশাখোরও নয়, সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক শিক্ষিত, মেধাবী, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সংযতবাক্, সহৃদয়। তাঁর চারিত্র্যে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছু নেই যাতে তাঁকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়। সুতরাং সপ্নের ডিটেকটিভ বাঙালী ছেলে রূপে ব্যোমকেশ বক্সী সম্পূর্ণ সুসঙ্গত ও সার্থক সৃষ্টি। তাঁর চরিত্রের মতো নামটিও বেশ খাপ খেয়েছে। “ব্যোমকেশ" নামের ধ্বনিগুচ্ছে ধোঁয়া, বুঁদ হয়ে থাকা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ইশারা আছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত" পঞ্চায়েতের প্রধানেরও চরিত্রাভাস আছে। ডয়েলের ডিটেকটিভের নামের প্রতিধ্বনির কথা আগে বলেছি। ব্যোমকেশের পদবীও সমান সার্থক। ব্যোমকেশ পুলিসের মতো চাকরি করেন না, উকিলের মতো ফীও নেন না। তবে বকশিশের প্রশংসা, যশ, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি ফাঁকা দক্ষিণার—প্রত্যাশা অবশ্যই করেন। তাই ব্যোমকেশের পদবী স-বর্জিত বক্সী'

পথের কাঁটা রহস্য:

ব্যোমকেশের তদন্ত তাকে নগরীর এক নির্ঘাত জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে সে তার ক্লায়েন্ট এবং রহস্যজনক অ্যাসাসিনের মধ্যে একটি সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে পায়।ব্যোমকেশ অজিতের এমন কাউকে হত্যা করার ভান করেছে যাতে সে হত্যাকারীকে আটক করতে পারে। কিন্তু যখন মোডাস অপারেন্ডিটি অজানা তখন তিনি কীভাবে নিজেকে এবং অজিতকে রক্ষা করতে পারবেন।

মাকড়সার রস রহস্য:

অজিতের পুরানো বন্ধুর সাথে একটি সুযোগ সাক্ষাৎ ব্যোমকেশকে এমন একটি মামলায় জড়িত করে যেখানে কিছুই মনে হয় না নন্দদুলাল কীভাবে তার সংশোধন করে তা কেউ বুঝতে পারে না।ব্যোমকেশ একজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধার পলায়ন নিশ্চিত করতে মামলা থেকে দূরে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। প্রক্রিয়াটিতে তিনি সত্যবতীকে আরও বেশি করে জানতে পারেন।ব্যোমকেশ শেষ পর্যন্ত চিত্রিত করেছেন যে কীভাবে নন্দদুলাল তার ওষুধ পেতে থাকে এবং এটি সর্বদা বন্ধ করে দেয়।

মগ্নমৈনাক রহস্য: রাজনীতিবিদ, সন্তোষ সমাদ্দার জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে ব্যোমকেশকে নিয়োগ করেছিলেন। এদিকে, ঢাকা থেকে একজন কর্মী কন্যা হেনা মল্লিক তাঁর অফিসে ফোন করে জানান যে তিনি কেবল তাকে সাহায্য করতে পারবেন এই ভেবে তিনি তাকে দেখতে আসছেন।সন্তোষের বাড়িতে হেনার আগমন যখন তাঁর পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, সন্তোষ তাকে সেখানে থাকতে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে সন্দেহ হয় যে অস্ত্র পাচারের অপরাধী সন্তোষের বাড়িতে রয়েছে, ব্যোমকেশ নেংটিকে তার চোখ ও কান খোলা রাখতে বলে।ব্যোমকেশ একটি ধারণা পেয়েছে যে অস্ত্র পাচারের পিছনে বিশ্বাসঘাতক ঢাকায় লুকিয়ে রয়েছে এবং এভাবে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে, তার অদ্ভুত আচরণের সন্দেহ করে নেংটি হেনাকে অনুসরণ করে, যিনি মাউথ অর্গান এর শব্দ শুনে প্রতিদিন বাইরে যান , যুগলচাঁদ সন্দেহ করে যে হেনা উদয়ের সাথে বাইরে গিয়েছিল। উদয়চাঁদ তার বান্ধবীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে যুগল তার মায়ের সাথে কথা বলে। এদিকে, অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেলেঙ্কারী নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যোমকেশ রাখালের সাথে দেখা করেছেন।হেনার রহস্যজনক মৃত্যুর পরে নেংটি আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত ব্যোমকেশকে অবহিত করে। ব্যোমকেশ তদন্ত করে জানতে পারেন যে হেনা ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পরে তার মৃত্যু হয়েছিল। এদিকে, হেনার মৃত্যুর জন্য যুগল এবং উদয় একে অপরকে দোষ দিয়েছেন।ব্যোমকেশ হেনার ঘরে গিয়ে একটি চিঠি পেলেন। চামেলি সমাদ্দার ব্যোমকেশকে বলেছিলেন রহস্যজনক মৃত্যুর সাথে পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে সন্দেহজনক না হতে। পরে নেংটি ব্যোমকেশকে জানিয়ে দেয় যে কেউ রাতে হেনার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে কি অপরাধীর সন্ধান করতে পারবে? হেনা হত্যার তদন্তের অংশ হিসাবে ব্যোমকেশ দিদিমনি এবং সুকুমারীকে দিনের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। পরে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অপ্রতুল প্রমাণের কারণে তদন্ত বন্ধ করে দেয়। ব্যোমকেশ মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন।ব্যোমকেশ সন্তোষকে বলেছিলেন যে হেনার মৃত্যুর পিছনে কেউ আছেন। যদিও সন্তোষ ব্যোমকেশের সাথে বিশ্বাসী নন, তবুও তিনি তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। পরে ব্যোমকেশ ও অজিত হেনার হত্যাকারীর পিছনে যায়।দিদিমনি এবং সুকুমারি সন্তোষকে তাদের বাংলাদেশে নিয়ে যেতে রাজি করিয়েছিল। এদিকে চামেলি ব্যোমকেশকে জানিয়েছিলেন যে হেনা হত্যার জন্য তিনি দায়ী। চামেলির পরিস্থিতি বোঝার পরে সন্তোষ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তার ছেলেদের যত্ন নেবেন।সন্তোষ ব্যোমকেশকে তদন্ত বন্ধ করতে বলার পরেও তিনি তা চালিয়ে যান। তদন্তটিকে শক্তিশালী করতে এবং মামলাটি ফাটানোর জন্য তিনি বিকাশ এবং আরও তিনজনকে নিয়োগ করেন। পরে বিকাশ রাবি বর্মাকে অনুসরণ করে তাকে ধরেন।ব্যোমকেশ দিদিমণির বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছেন এবং রাখালকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। পরে তিনি সন্তোষকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর সম্পর্কে সত্য জানেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন।ব্যোমকেশ অবশেষে অজিত এবং সত্যবতীকে হেনা হত্যার বিষয়ে গভীরভাবে বলেছিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে সন্তোষের হেনার মায়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে সন্তোষ যে জনতাকে সম্বোধন করছিলেন তার সামনে আত্মহত্যা করেন।

ভৌতিক কাহিনী বনাম গোয়েন্দা কাহিনী : ভৌতিক কাহিনী হলো একটি কল্পকাহিনী বা নাটক, যেটাতে কোনো ভূত বা ভূতবিশ্বাসী চরিত্র থাকে। গল্পে "ভূত" স্বেচ্ছায় আসতে পারে, আবার জাদুবলেও তাকে ডেকে আনা হতে পারে। আর ভূতের সাথে "হানাবাড়ি" বা "আছর" এসবের কথাও বলা হয়, যখন নাকি কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তা কোনো স্থান, বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে লেগে থাকে তখনই তা ভৌতিক হয়ে ওঠে। কথ্যভাবে যেকোনো ভয়ংকর গল্পকেই "ভূতের গল্প" বলা চলে।গোয়েন্দা কল্পকাহিনী বা সংক্ষেপে গোয়েন্দা কাহিনী হলো অপরাধ কল্পকাহিনী ও রহস্য কল্পকাহিনীর একটি উপশাখা যেখানে একজন শৌখিন বা পেশাদার গোয়েন্দা কোনো অপরাধ বা খুনের তদন্ত করেন। এর কাহিনী সাধারণত রহস্যপূর্ণ হয় এবং প্রায়শই দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর। তাই এইসব গল্প সহজে সকলকে আকর্ষণ করে। ছোট থেকে বড় সকলেই গোয়েন্দা গল্প পড়তে পছন্দ করে।পৃথিবীজুড়ে বহু বিখ্যাত সাহিত্যের মাঝে তাই গোয়েন্দা কাহিনীর নিজস্বতা রয়েছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে গোয়েন্দা কাহিনী সবার উপর। এ গল্পগুলো মানুষকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন করে। বিখ্যাত কয়েকটি গোয়েন্দা গল্পের চরিত্র হলো শার্লক হোমস, ফেলুদা, ব্যোমকেশ বক্সী ইত্যাদি। খুব সহজ ভাবে বলতে গেলে ভৌতিক গল্প হলো কাল্পনিক যা আমাদের বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে নেই, রয়েছে আমাদের অবচেতন মন জুড়ে। গোয়েন্দা কাহিনী হলো বাস্তবতার কাহিনী। যেখানে বাস্তব জীবনের উচ্চাকাঙ্খা, লোভ, এই কাহিনির সাথে জড়িত থাকে।

ব্যোমকেশ কিভাবে রহস্য উদঘাটন করতো এবং অন্যান্য গোয়েন্দারা কিভাবে রহস্য উদঘাটন করতো

:- সত্যজিৎ রায় রচিত গোয়েন্দা কাহিনী ফেলুদা সিরিজের প্রথম গল্প হলো 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' ফেলুদার গোয়েন্দা কাহিনী উন্মোচনের পদ্ধতি এই গল্পটি থেকেও আন্দাজ করা যায়।

কাহিনী সংক্ষেপএতে প্রথম ফেলু মিত্তিরের পরিচয় দেওয়া হয়। এতে ফেলুদা একটি চিঠিতে হুমকির রহস্য সমাধান করে। রাজেন বাবু, দার্জিলিং-এ বসবাসকারী একজন সম্মানিত বয়স্ক ভদ্রলোক একটি হুমকিমূলক চিঠি পান। ফেলুদা, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং তার চাচাতো ভাই তোপশে, যারা দার্জিলিংয়ে ছুটি কাটাচ্ছিলেন, রহস্য সমাধান করতে রাজেন বাবুর সাথে দেখা করেন। প্রাথমিক তদন্তের পর, তারা তিনজনের একজনকে চিঠি পাঠানোর জন্য দায়ী বলে সন্দেহ করেছে। প্রথমত, ডাঃ ফোনি মিত্র, যিনি রাজেন বাবুর চিকিত্সক। যেহেতু তার কোনো উন্নতিশীল অনুশীলন নেই এবং তার অর্থের প্রয়োজন, ফেলুদা মনে করেন যে রাজেন বাবু যদি এই ধরনের হুমকিমূলক চিঠি পাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাহলে এটি ডক্টর মিত্রকে আরও অর্থ উপার্জন করতে সহায়তা করবে। ফেলুদা মিঃ ঘোষালকেও সন্দেহ করেন, যিনি প্রাচীন জিনিসের বিশেষজ্ঞ। রাজেন বাবু সম্প্রতি প্রাচীন জিনিসের প্রতি গভীর আগ্রহ তৈরি করেছেন এবং কিউরিও সংগ্রহ শুরু করেছেন। তাই, তিনি মিঃ ঘোষালের প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি অসুস্থ হলে, তিনি কিউরিও কিনতে বাড়ির বাইরে যেতে পারবেন না এবং এইভাবে মিঃ ঘোষাল সেগুলি কিনতে সক্ষম হবেন। রাজেন বাবুর ছেলে প্রবীর মজুমদার, যাকে রাজেন বাবু বহু বছর আগে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন, বাবার আলমারি থেকে টাকা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর, তাকেও দার্জিলিংয়ে দেখা গেছে। সে তার বাবার উপর প্রতিশোধ নিতে হুমকিমূলক চিঠিও পাঠাতে পারে।একদিন সকালে, রাজেন বাবু ফেলুদা এবং তোপশেকে জরুরীভাবে তার সাথে দেখা করতে বলেন। পৌঁছে তারা দেখে যে রাজেন বাবুকে ফ্যাকাশে এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে; ডাক্তার মিত্র তাকে পরীক্ষা করছেন এবং তার ভাড়াটিয়া তিনকোরী বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে চিন্তিত হয়ে দেখছেন। রাজেন বাবু ফেলুদাকে বলেন যে তিনি আগের রাতে ভয় পেয়েছিলেন যখন মধ্যরাতের পরে একজন মুখোশধারী লোক এসে তার উপর বেঁকে গিয়েছিল। লোকটি ছিল ভয়ঙ্কর ভীতিকর মুখোশ এবং রাজেন বাবু ভয় পেয়েছিলেন।

ডাঃ মিত্রকে বিদায় জানানোর পর, তিনকোরি বাবু ফেলুদাকে জানান যে তাকে জরুরীভাবে কলকাতা চলে যেতে হবে। তিনি রাজেন বাবুর প্রতি তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই বলে যে তিনি চলে যাওয়ার আগে পুলিশকে জানাবেন, কারণ রাজেন বাবুর সুরক্ষা প্রয়োজন ছিল। তিনকোরী বাবু কলকাতায় চলে গেলে রাজেন বাবু বাড়িতে একাই থাকবেন। তাই, ফেলুদা তার বাসায় রাত থাকার প্রস্তাব দেয়।রাতে ফেলুদা আর তোপসে মামলার বিস্তারিত আলোচনা করে। ফেলুদা তোপশেকে বলে যে তিনজন সন্দেহভাজন, যেমন ডক্টর মিত্র, মিঃ ঘোষাল এবং প্রবীর, অন্য রাতে যখন রাজেন বাবু ভয় পেয়েছিলেন, তারা ঘটনার সময় অন্য লোকেদের সাথে ছিল। হঠাৎ, ফেলুদা উঠে চলে যায় এবং তোপসে শুয়ে পড়ে। তিনি শীঘ্রই তন্দ্রা অনুভব করতে শুরু করেন এবং একটি মুখোশধারী ব্যক্তির উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ওঠেন যখন তিনি তার উপর নমন করেন। ফেলুদা যখন মুখোশ পরেছে বলে জানাল তখন সে চিৎকার করতে চলেছে। ফেলুদা তোপশেকে মুখোশ পরতে বলে এবং যদি সে এটিতে অদ্ভুত কিছু খুঁজে পায় তবে তাকে বলতে বলে। তোপশে চেরুটের গন্ধ শনাক্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে তোপসে তিনকোরি বাবুর কথা মনে করে এবং ফেলুদা তার সঙ্গে একমত হয়।

তবে, তিনকোরি বাবুর উদ্দেশ্য কী হতে পারে তা নিয়ে তারা বিভ্রান্ত। পরের দিন সকালে রাজেন বাবু যখন তিনকোরি বাবুর কাছ থেকে একটি চিঠি পান তখনই তারা উদ্দেশ্যটি জানতে পারেন। চিঠিতে, তিনকোরি বাবু বলেছেন যে রাজেন বাবু তার সাথে যে অন্যায় করেছিলেন তার প্রতিশোধ নিতে তিনি এটি করেছিলেন যখন তারা একসাথে স্কুলে পড়াশোনা করেছিল। রাজেন বাবুর কাজ তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। যখন সে তার বাড়িতে রাজেন বাবুর ছবি দেখে, সে তাকে চিনতে পেরেছিল এবং তাকে উদ্বিগ্ন করে এবং তার মানসিক শান্তি হারানোর মাধ্যমে নিজেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।গল্পের শুরুতেই হুমকি ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে হুমকিমূলক চিঠির উল্লেখ, যা রাজেন বাবুকে অতীতের অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কী অপকর্ম হতে পারে এবং রাজেন বাবু কীভাবে এবং কী শাস্তি পাবেন তা নিয়ে পাঠক ভাবছেন। যেহেতু সমস্ত চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়, অপরাধীকে ন্যূনতম সন্দেহজনক চরিত্র হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় তবে তাকে বুদ্ধিমানও দেখানো হয়। তিনি মিস্টার ঘোষালের দিকে নির্দেশ করে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন এবং এও বলে যে তিনি চলে যাওয়ার আগে পুলিশকে রাজেন বাবুর যত্ন নিতে বলবেন। এটি গল্পটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে কারণ সে ফেলুদার সাথে বুদ্ধির মিল রাখতে সক্ষম। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য প্রকাশের মাধ্যমে। পাঠক এই ক্লুগুলির উপর ফোকাস করেন এবং সুস্পষ্ট বিশদটি মিস করতে পারেন যে রাজেন বাবুর ঘনিষ্ঠতার কারণে অপরাধীর পক্ষে এটি সবচেয়ে সহজ ছিল, যেহেতু তিনি রাজেন বাবুর বাড়িতে থাকতেন৷ তিনি রাজেন বাবুর বাড়িতে এসে তাঁর শৈশব দেখেছিলেন। ছবি তুলে রাজেন তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।

এই গল্প থেকে বোঝা যায়প্রথমত - ফেলুদা শুধুই যে মার্ডার সংক্রান্ত ঘটনার রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করতেন এমন নয় তিনি যেকোনো বার্তা যদি রহস্য সূচক হয় এবং তার থেকে খুনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বুঝতে পারেন তবে তিনি সেই কেস সমাধান করার চেষ্টা করেন।দ্বিতীয়ত - সবার প্রথমে যার সঙ্গে এই রহস্যজনক ঘটনা ঘটছে তার ঘনিষ্ঠ যারা তাদের কে সন্দেহের তালিকায় রাখেন। তৃতীয়ত - সন্দেহের তালিকায় থাকা ব্যাক্তিদের উদ্দেশ্য কি হতে পারে সেগুলো নিয়ে নিজস্ব গবেষণা করেন, এর দরুন বহিরাগত কারও কে সন্দেহ হলে তিনি সন্দেহের তালিকাও পরিবর্তন করেনচতুর্থত - তিনি রহস্যজনক ঘটনা ঘটে যাওয়া ব্যাক্তির পারিপার্শিক সকলকেই বিশেষ নজরের মধ্যে রাখেন।পঞ্চমত - ঘটনা থেকে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন হয় তিনি সকল কে তা নিয়ে জেরা করেন।ষষ্ঠত - তিনি প্রয়োজনে প্রশাসনের সাহায্য নেন রহস্য উন্মোচন ক্ষেত্রে। এবং শেষে সকলের সামনে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন কে দোষী এবং তাকে প্রশাসনের হাতে তুলে দেন।

ব্যোমকেশ বক্সীর রহস্য উন্মোচন একটু অন্য ধরনের।
প্রথমত - তিনি খবরি কাগজের মাধ্যমে কোনো মৃত্যুর খবর রহস্যজনক কি না আন্দাজ করেন। এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাছে কোন টেলিফোন বা কোন দুতের মাধ্যমে সেই কেস সমাধান করার জন্য কেউ উপস্থিত হন।এছাড়াও স্ত্রী সত্যবতীকে নিয়ে হাওয়া বদল এর জন্য কোথাও বেড়াতে গেলে বা কাজের সূত্রে কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানেও ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা যদি তার রহস্যজনক মনে হয় তবে তিনি নিজে থেকেই সেই রহস্য উন্মোচনের প্রতি আগ্রহী হন।
দ্বিতীয়ত - তিনি সেই ঘটনাস্থলে যান এবং সেখানে আততায়ী কোনো প্রমাণ রেখেছে কিনা সে বিষয়ে প্রাথমিক নজর করেন।
তৃতীয়ত - মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাথে তিনি প্রাথমিক কিছু প্রশ্ন আলোচনা করেন। যেমন, মৃত ব্যক্তির সাথে কারো খারাপ সম্পর্ক ছিল কিনা এবং তিনি কোন সময় ঘুমোতে যান কোন সময় কোথায় যাতায়াত করতেন কিনা কোন সময় খাবার খেতেন সব বিষয় নিয়েই তিনি তার পরিবারের সাথে আলোচনা করেন।
চতুর্থত - এই আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে মৃত ব্যক্তির সাথে কার সম্পর্ক খারাপ ছিল সে বিষয়ে তিনি খানিক আন্দাজ করেন এবং সেই সূত্র ধরে একটি সন্দেহের তালিকা নির্বাচন করেন। প্রয়োজনে তিনি সন্দেহের তালিকা বদলও করেন।
পঞ্চমত - সেই তালিকা অনুসারে তিনি প্রত্যেককে জেরা করেন।এবং সেই জ্যারার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে আরেকটি সন্দেহের তালিকা তৈরি করেন এবং সেই সন্দেহের তালিকায় যারা থাকে তাদের ওপর কড়া নজর রাখেন শুধু তাই নয় এই নজর রাখার ক্ষেত্রে তার পরিচিত বিভিন্ন মানুষ তাকে সাহায্য করেন।
ষষ্ঠত - প্রশাসন যদি কোন সূত্র ধরে কারকে খুনি হিসেবে নির্বাচন করেন সে ক্ষেত্রে তিনি তার কাজ থামিয়ে রাখেন না। তিনি তার সন্ধের তালিকা বজায় রাখেন এবং প্রশাসন যদি হাত গুটিয়েও নেয় তিনি সে বিষয়ে জেরা জারি রাখেন। প্রশাসনিক সাহায্য নিয়ে বা প্রশাসনিক সাহায্য ছাড়া তিনি আততায়ীকে ধরে নেওয়ার পর তিনি তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য সকলের সামনে উপস্থিত করেন এবং পুরো ঘটনা সকলকে বলেন।
আদিম রিপু গল্পটিতে আমরা দেখি যেহেতু খুনি তার নিজের ভুল শেষে স্বীকার করে এবং খুন করার উদ্দেশ্য তার খারাপ ছিলো না তাই তিনি তাকে প্রশাসনের হাতে না তুলে দিয়ে ভুল সংশোধনের জন্য আরেকটি সুযোগ দেন।এবং সেই যুবক যেন সঠিকভাবে তার জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য তিনি তাকে একটি বই দোকানের ভারপ্রাপ্তিও দেন।এখান থেকে বোঝা যায় তিনি শুধুই যে খুনির দোষ দেখেন সেটা নয় খুনির খুন করার উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয় তবে তিনি তাকে সংশোধনের সুযোগও দেন।

আমার মতে কিরীটীর গল্পগুলি ব্যোমকেশ সিরিজের মতোই দুর্দান্ত যখন তুলনাটি প্লট, সাসপেন্স এবং থ্রিল নিয়ে।কিরীটীর একমাত্র সমস্যা হল যে বেশিরভাগ উপন্যাসের চরিত্রগুলি অভিজাত ধনী পরিবারের যারা প্রায়শই ইংরেজি এবং ইংরেজিতে বাংলায় কথা বলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে না।এই কারণেই কিরীটীকে 2000-এর দশকে গোয়েন্দা চরিত্র হিসাবে অভিযোজিত করা যেতে পারে 1950 বা 60 এর দশকে যখন গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।"সেতারের সুর" গল্পে আপনি একজন মহিলাকে ক্লাবে যেতে, মদ পান করতে এবং একাধিক পুরুষ বন্ধুকে দেখতে পাবেন। আজ এটা বড় কথা নয় কারণ নারীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি মুক্ত। কিন্তু 1950-এর ভারত কল্পনা করুন, আমাদের দেশ সবেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে। আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মহিলাদের গণধর্ষণ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করেছি৷ সেই সময়ে একটি ধনী শিল্প পরিবারও মহিলাদের ক্লাবে যেতে এবং মধ্যবিত্তদের ভুলে যেতে "অনুমতি" দেবে না। সেতারের সুর একটি দুর্দান্ত গল্প। আমি প্লট নিয়ে প্রশ্ন করছি না। আমি চরিত্রগুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করছি।ব্যোমকেশ সিরিজে আপনি সত্যবতীকে তার স্বামীর সাথে খুব সংরক্ষিত ভঙ্গিতে লাল হয়ে ও রোম্যান্স করতে দেখতে পাবেন। কিন্তু কৃষ্ণ রায় মেহতার স্ত্রী কিরীটী একজন পার্সি মহিলা, একজন ব্যবসায়ী দীপরাজ মেহতার কন্যা (আপনি তাকে হালুদ সাইতান গল্পে পাবেন) যিনি প্রায়শই ইংরেজিতে কথা বলেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং ইতালিয়ান অপেরা আরিয়াস গান গায়। তিনি একজন আধুনিক মহিলা যিনি তার স্বামীকে "ডার্লিং" বা "সুইট হার্ট" ইত্যাদি বলে ডাকতে দ্বিধা করেন না।আমি মনে করি আপনি পার্থক্য পাচ্ছেন।ব্যোমকেশের পুরুষ অহংকার আছে। তিনি প্রায়শই "অদ্বিতিয়া" এবং "রক্তার দাগ" এর মতো গল্পে নারী লোকদের কটূক্তি করেন এবং দাবি করেন যে যেহেতু নারীরা আরও শিক্ষা এবং স্বাধীনতা পাচ্ছে তাই তারা অপরাধের সাথে জড়িত হচ্ছে। পাঠকরা এটির সাথে সম্পর্কিত হতে পারেন। 60 এবং 70-এর দশকের বেশিরভাগ পুরুষরা মহিলাদের সম্পর্কে এটিই ভাবতেন।কিরীটী সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কখনো কাউকে বিচার করেন না, এমনকি নারী নির্যাতনের জন্য সমাজকে তিরস্কার করেন। মহিলাদের মদ্যপানে তার কোন সমস্যা নেই। এটা কি বাস্তবসম্মত নয়?কিরীটী সিরিজের অত্যন্ত কৃত্রিম, অতি আধুনিক, অভিজাত চরিত্রগুলি 1960 এবং 70 এর দশকের পাঠকদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারেনি।

ব্যোমকেশ ও ফেলুদা ও কিরিটির চরিত্র বিশ্লেষন।

বাংলা রহস্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চার দিক পাল নিয়ে আমার এ লেখার অবতারনা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ বক্সী,নীহার রঞ্জন গুপ্তর কীরিটি রায় । সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা ,মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এদের কে আর খুব বেশি পরিচয় এর প্রয়োজন পড়ে না। তাই এখানে চার স্রষ্টার থেকে ছাপিয়ে গেছে। তাই এখানে চার স্রষ্টার ওপর কিছু আলোচনা করতে চাই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়: মার্চ তিরিশ ১৮৯৯- সেপ্টেম্বর ২২ ১৯৭০। একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে তার লেখা গ্রন্থ্গুলির মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ।যেমন- কালের মন্দিরা , গৌর মল্লার, তুমি সন্ধ্যার মেঘ, তুঙ্গ ভদ্রার তীরে ইত্যাদি। সামাজিক উপন্যাস যেমন বিষের ধোঁয়া বা অতিপ্রাকৃত নিয়ে তা বরদা সিরিজ ও অন্যান্য গল্প এখনো বেস্ট সেলার।

তিনি গোয়েন্দা চরিত্র এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তখনকার দিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে সমস্ত সমাধান করেছেন।This is the way the Steel was tempted.একমাত্র মানুষ বলতে বোঝা যায় সেই মানুষটিকে যে সারা বিশ্বের চোখে এক নিদারুণ চিত্র রেখে গেছে। সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে একের পর এক সংগ্রাম যে চিত্র ফুটে উঠেছে। সারা মানুষকে তথা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। এর ভাষা বলতে গেলে বর্তমানে আমরা অতি নিম্নবর্গে পৌঁছে গিয়েছি । এর কারণ আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা কে ঠিক যেন পারমাণবিক বোমা মত ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে যুবসমাজকে অন্ধকারে রেখেছে ।শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা চরিত্র আজও স্মরণীয়।নীহাররঞ্জন গুপ্ত:-ডঃ নীলরঞ্জন গুপ্ত জন্ম ৬ জুন ১৯১১ মৃত্যু কুড়ি ফেব্রুয়ারি ১৯ ৮৬। বাঙালি বন্যা গল্পের অন্যতম ভারতীয় বাঙালি লেখক হলেন গুপ্ত তিনি ছিলেন চিকিৎসক। তিনি বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র পিরিতির ষষ্ঠা হিসাবে মহা উপদেশে স্মরণীয় হয়ে আছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালী সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা স্থানান্তরিত হন। এরপর তিনি মেজর পদে উন্নতি হয় এই চাকরি সূত্রে তিনি চট্টগ্রাম বর্মা বর্তমান মায়ানমার থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রঙ্গা নামে ঘুরে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ন। বহু রাজ্য থেকে বিশেষ ডিগ্রী অর্জন করে শেষের দিন কলকাতা মেডিকেল কলেজের যোগ দেন। এরপর তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতালে কাজ করেন। ভারত বিভক্তির পর 1947 সালের তিনি তার সপরিবাস স্থায়ী ভাবে কলকাতায় অভিবাসিত হন।সত্যজিৎ রায়:- জন্ম-২মে ১৯২১ -মৃত্যু ২৩ এপ্রিল ১৯৯২। ভারতীয় একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ওপরিচালক হিসাবে কাজ করেন। কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্পকলা খ্যাতিনামা হিসাবে পরিচিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর গোয়েন্দা গল্প ফেলুদা সিরিজে প্রথম গোয়েন্দা গল্প হিসাবে অস্কার বা একাডেমিক সম্মান লাভ করেন ১৯৯১ সালে। প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা চরিত্রে সত্যজিৎ রায় বাংলা সাহিত্যের সৃষ্ট কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র।

১৯৬৫ সালে ফেলুদা গোয়েন্দা গল্পটি প্রথম সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ফেলুদাস ৩৫টি সিরিজ ও চারটি অসম্পূর্ণ সিরিজ ও উপন্যাসে প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য গোয়েন্দাকে কেন গোয়েন্দা বলা হচ্ছে
ব্যোমকেশ কে কেন সত্যান্বেষী বলা হচ্ছে

উত্তর কলকাতার মেসবাড়িতে অন্য নাম নিয়ে থাকছিল সে। হাবভাব বেশ সন্দেহজনকই বলা যায়। সঙ্গী ছিল বাঙালি এক লেখক, নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা ছিল গত শতকের তিরিশের দশক। সেই সময় এরকম অনেক বাঙালি যুবকই উত্তর কলকাতার মেসবাড়ি ছেয়ে থাকত। কারও একটা চাকরি জোটানোর লক্ষ্য, কেউ আবার ভবঘুরে প্রকৃতির, কেউ আবার এই অজিতের মতোই লেখক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দিন গুজরান করছে। হঠাৎই সেই মেসবাড়িতে খুন হল। তারপর শুরু হল একের পর এক কাণ্ড। দেখা গেল, চুপচাপ থাকা রহস্যময় যুবকটিই আসল ‘খেলোয়াড়’। শেষে তাঁর বুদ্ধির জোরেই খুনি পাকড়াও হল। পরিচয় সামনে এল, বাড়ির সামনে নম্বর প্লেট, ‘ব্যোমকেশ বক্সী, সত্যান্বেষী’। অজিত, পুঁটিরাম তো রইলই, বেশ কয়েক বছর পর হাজির হবে সত্যবতীও।ব্যোমকেশ না ফেলুদা, এ নিয়ে বাঙালির তর্ক চলতেই থাকবে। জয়ন্ত-মানিক, কাকাবাবু, কর্নেলরা মাঝেমধ্যে ফাঁকেতালে এসে পড়ে বটে; কিন্তু এ দ্বন্দ্ব চিরকালীন। যেন বাঙালির গোয়েন্দা সাহিত্য জগতের ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা, ইস্টবেঙ্গল নাকি মোহনবাগান। ব্যোমকেশের সঙ্গে পুলিশের ভালোমতো যোগাযোগ। দরকার পড়লে সে খাকি উর্দিকে ধমক দিতেও প্রস্তুত। চোয়াল শক্ত করে, সিগারেট টানতে টানতে ভাবনায় মশগুল হয়ে যায়। আর একের পর এক দুর্ধর্ষ রহস্য, ভয়ংকর খুনের সমাধান করতে থাকে। সেখানে পরতে পরতে লেগে থাকে বিস্ময়। অনেকেরই মত, বাঙালির ছোটবেলা কাটে ফেলুদায়, আর যৌবনের প্রেম ব্যোমকেশ।শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ব্যোমকেশকে প্রথম খাতায় আর কলমে ধরলেন, তখন তিনিও মেসবাসী। তবে প্রথম থেকেই তাঁর বক্তব্য ছিল একটাই। ব্যোমকেশ হল ‘সকলের চেয়ে আলাদা’। সে আর পাঁচজন ‘গোয়েন্দা’র মতো নয়, সে সত্যান্বেষী। সত্যকে খোঁজা তাঁর কাজ। সেই ‘সত্য’ কথাটির মধ্যেই শরদিন্দু অনেক গোপন কথা ঢুকিয়ে রেখেছেন। যা প্রতিটা ব্যোমকেশের আখ্যান পড়তে পড়তে সামনে আসে। প্রস্ফুটিত হয় সেই সত্যের মানে।অন্যান্য গোয়েন্দারাও যে আলাদা, সেটা প্রমাণ করতে সদা ব্যস্ত তার স্রষ্টারা। ফেলুদাকে যেমন একরকম ‘বাঙালি সুপারম্যান’-এর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তোপসের বিস্ময় চোখে, তাঁর এই দাদা সব করতে পারে। প্রখর দৃষ্টিশক্তি, অব্যর্থ নিশানা, সঙ্গী পিস্তল, কোথাও যাওয়ার আগে খুঁটিনাটি পড়ে নেওয়া, যোগব্যায়াম, নেপোলিয়নের মতো অল্প ঘুমিয়েই শরীর চাঙ্গা করা – এরকম অজস্র গুণের অধিকারী ফেলুদা। কাকাবাবুও এক কথায় অতিমানব – একটা পা নেই, তবুও বীভৎস সব অ্যাডভেঞ্চারে ‘পা’ বাড়িয়েছেন তিনি। স্বয়ং শার্লক হোমসের চরিত্রেও বিভিন্ন উদ্ভট জিনিস দেখা যায়। নেশা করে, বেহালা বাজায়, বাড়িতে থাকে মড়ার খুলি। অর্থাৎ, সাধারণ নয়, উদ্ভট, অদ্‌ভুত কিন্তু ক্ষুরধার বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ নজরে ভরা। কমবেশি সমস্ত গোয়েন্দাদেরই এমনই একখান ছবি।আর ব্যোমকেশ? সে-ও আলাদাই। বাড়িতে কে আসছে, সেটা জুতোর শব্দ শুনে বলে দিতে পারে। কলমের কালির মধ্যে যে মাকড়সার রস মিশে আছে, সেটা বোঝার জন্যও তো সেরকম বুদ্ধির দরকার! পঞ্চেন্দ্রিয় সবসময় সজাগ। কিন্তু একইসঙ্গে সে দারুণভাবে মধ্যবিত্ত। সে সংসারী, বউ-বাচ্চা মিলিয়ে জমজমাট। সেখানে ভালোবাসাও আছে, ঝগড়া-রাগারাগিও। চেহারায় অন্য কোনও বিশেষত্ব নেই, কেবল চোখ দুটো উজ্জ্বল। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া আমার আপনার মতো আম বাঙালি। কিন্তু সত্যান্বেষী কেন? গোয়েন্দা বলতে এত দ্বিধা

কেন শরদিন্দুর?এর কারণ খুঁজতে গেলে ব্যোমকেশের প্রতিটি কাহিনিই মন দিয়ে পড়তে হবে। ব্যোমকেশের কাহিনি কেবল গোয়েন্দা, রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস নয়। সেখানে জড়িয়ে আছে মনস্তত্ত্ব, জড়িয়ে আছে সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এমনকী, দেশভাগ এবং সেই সময়ের দাঙ্গাও দিরে এসেছে শরদিন্দুর ব্যোমকেশের লেখায়। শুধু কি তাই? ব্যোমকেশের গল্পে আরও একটা জিনিস দেখা যায় – সম্পর্ক। সত্যবতীর সঙ্গে পরিচয়ও সেই রহস্য আর সম্পর্কের ভিতের কথা বলে। কিংবা চিত্রচোর, দুর্গরহস্যের মতো গল্পে একেকটা পরিবারের মধ্যে বয়ে চলা চোরাস্রোত। স্রেফ চুরি, ডাকাতি, খুনেই থেমে নেই ব্যোমকেশ। সেই সম্পর্ক আর ঘটনার ভেতরে বয়ে চলা সত্যের স্রোতকে বোঝার চেষ্টাই করে গিয়েছেন শরদিন্দু। কেবল চরিত্রের উত্তরণ নয়, লেখক হিসেবেও নিজের চিন্তাভাবনাকে ঝালাই করে নেওয়া।মনে করুন ‘রক্তমুখী নীলা’র কাহিনি। যেখানে ব্যোমকেশ জানে, তার সামনে যে বসে আছে, সে-ই অপরাধী। সে-ই নীলাটি চুরি করেছে। কিন্তু কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। শেষমেশ বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ব্যোমকেশও রক্তমুখী নীলার মিথের ভেতর ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে অপরাধীর মনের ভেতর হাতড়ে চলল পথ, যদি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে সে। এবং শেষমেশ সে সফলও হল! স্রেফ গোয়েন্দা কাহিনি হিসেবে ব্যোমকেশকে আটকে রাখতে চাননি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক এই জায়গাতেই সে সকলের থেকে আলাদা। এজন্যই সে সত্যান্বেষী; যে কেবল অপরাধ নয়, সমাজের, রাজনীতির, সম্পর্কের সত্যিগুলোকেও খোঁজার চেষ্টা করে।

অন্যান্য গল্প কেন সবার জন্য আর ব্যোমকেশের
গল্প কেন প্রাপ্ত মনস্কদের জন্য

কুড়ি বছর থেকে পঁয়ষট্টি বছর অর্থাৎ ব্যক্তি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়া থেকে যতদিন পর্যন্ত সন্তান উৎপাদনে সক্ষম সেই সময়কালকেই প্রাপ্তবয়স্ক বলা হয়।প্রাপ্তবয়স্কের প্রথম দিকে অর্থাৎ কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে ব্যক্তি তার বৃত্তিজীবন এবং জীবনসঙ্গী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। Sheely (1976) এবং Gould (1975)-এর মতে, এই বয়সে ব্যক্তি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিশেষ সক্রিয় হয়। প্রথম দিকের আচরণ কিছুটা অপরিণত হলেও ক্রমশ পরিগত আচরণ লক্ষ করা যায়।প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছেন একজন মানুষ যা জীবিত প্রাণী যার তুলনা মূলকভাবে পরিণত বয়স হয়েছে যা যৌন পরিপক্কতা ও পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা অর্জনের সাথে জড়িত। সামাজিক ও আইনগত কিছু ব্যাখাও আছে প্রাপ্তবয়স্কতার। আইনগতভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে স্বাধীন, স্বনির্ভর, দায়িত্বশীল হিসেবে ধরা হয় ও তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বয়স অর্জন করেছেন। প্রাপ্তবয়স্কতাকে সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তির চরিত্র, মনোবিজ্ঞান ও মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশ ও আইন ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমেও ব্যাখা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একজন সামাজিক ভাবে স্বীকৃত প্রাপ্তবয়স্কের, যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বয়স অর্জন করেছে, তাকে স্বাধীন, স্বনির্ভর ও অধিক দায়িত্বশীল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্তবয়সকে শারীরিক, মনোবৈজ্ঞানিক, আইনি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।
প্রাপ্তমনস্ক = প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষ যে প্রাপ্তমনস্ক হবে এমন টা নাও হতে পারে।প্রাপ্তমনস্ক অর্থাৎ যাদের মন প্রাপ্ত।সুতরাং প্রাপ্তমনস্ক বলতে আমরা সেই মানুষদের বলতে পারি যারা ভালো-মন্দ,দোষ-গুন ,সুবিধা-অসুবিধা সব দিক বিচার করে একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।এবং এই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তই তাদের প্রাপ্ত মনের অধিকারী হিসেবে গণ্য করে।

একসময় বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি যথেষ্ট প্রাপ্তমনস্ক ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা শিশু ও কিশোর পাঠ্য কাহিনিতে মুখ ঢাকল। কিন্তু কেন? এটা ঠিক যে ফেলুদা প্রাপ্তবয়স্করাও সমানভাবে উপভোগ করেন, কিন্তু তবু যেন সেটা ছোটবেলাকে খানিকের জন্য লুকিয়ে ফিরে পাওয়া বৈ আর কিছু নয়। অবশ্য ব্যোমকেশকে বাংলা রহস্য সাহিত্যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দা বলাই যায়। যদিও কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিটাই সর্বজনপাঠ্য। অথচ বাংলা সাহিত্যে একটা সময় ছিল যখন ছোটদের কথা ভেবে গোয়েন্দা কাহিনি লেখা হত না। যেমন রেনল্ডস অনুপ্রাণিত আমাদের ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হরিদাসের গুপ্তকথা সে কালে তিন দশক জুড়ে হু হু করে বিক্রি হয়েছে। যদিও সে বই ছিল নিতান্ত অপাঠ্য ও নিষিদ্ধ। এগুলির স্থান ছিল শোওয়ার ঘরে বালিশের নীচে মলাটের ভিতর। গোয়েন্দা গল্পকে যতই কিশোর পাঠ্য করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হল ততই সেগুলি ছেলেভুলানো ছড়ার সমগোত্রীয় হয়ে পড়ল। পঞ্চাশের দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাত ধরে কৈশোরক ধারা শুরু হল এবং তা ক্রমে জোলো হতে হতে আজ কেবল কয়েকটি কিশোর পত্রিকার পাতা ভরানোর সাহিত্যে এসে ঠেকেছে।

গোয়েন্দা গল্পকে প্রাপ্তমনস্ক ও অপ্রাপ্তমনস্ক এই বিভাজনের গড্ডলিকায় না ভাসিয়ে সত্যিকারের রহস্য রোমাঞ্চে ভরপুর একটি গোয়েন্দা গল্প এখনও বাঙালি পাঠকের মনে বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে - ক্রমবর্ধমান গোয়েন্দা চলচ্চিত্রের চাহিদা দেখে তা হলফ করে বলা যায়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ চরিত্রটি গোয়েন্দা হিসেবে কেন সফল, তা গল্পগুলির নিরিখে বিশ্লেষণ করে দেখানো

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)। গোয়েন্দা কাহিনির লেখকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। জন্ম উত্তরপ্রদশের জৌনপুরে। পিতার ইচ্ছা মেটাতে পাটনা থেকে আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করেন, কিন্তু মন বসাতে পারেন নি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রীতি ছিল অসাধারণ। ফুটবল ছিল প্রিয় খেলা, সুন্দর হারমোনিয়ামও বাজাতে পারতেন। সেনোলা কোম্পানি তাঁর কয়েকটি পালা রেকর্ড করেছে। কলকাতায় যখন আসতেন সঙ্গে থাকত নিজের লেখা গল্প। ছোট গল্প কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প ‘রক্তসন্ধ্যা’ (১৯৩০), প্রথম উপন্যাস ‘বিষের ধোঁয়া’ (১৯৩০-৩২)। এবার গোয়েন্দা কাহিনি । তাঁর লেখা গল্পে গোয়েন্দার নাম ছিল ‘ব্যোমকেশ বক্সি’। ডিটেকটিভ, গোয়েন্দা ইত্যাদি নামগুলি পছন্দ না হওয়ায় ব্যোমকেশ নিজেকে ‘সত্যান্বেষী’ বলেই তুলে ধরতে ভালবাসে । পুলিশি নয়, তার কাজ হল আসল ঘটনার উদ্ঘাটন, সত্যের অন্বেষণ। শরদিন্দুর প্রথম গোয়েন্দা গল্প ‘পথের কাঁটা’ প্রকাশিত হয় ‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় ১৩৩৯-এর মাঘ সংখ্যায়। সাইকেলের ঘন্টার ঢাকনায় ছোট ফুটো করে ঘন্টার ভিতরে বসানো স্প্রিং-এর সাহায্যে একটা গ্রামোফোনের পিনকে সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করার অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন এবং এটির সাহায্যেই শত্রুর বা ‘পথের কাঁটা’র বক্ষভেদ করে মৃত্যু ঘটানোর কথা বলা হয়েছে গল্পটিতে। নিঃসন্দেহে মৌলিক চিন্তা। এর পরে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘সত্যান্বেষী’ গল্পটি। পরে বেরোলেও কাহিনির সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে এটিকেই প্রথম গল্প হিসাবে ধরা হয়। ‘সত্যান্বেষী’তেই অতুলচন্দ্র মিত্র ছদ্মনামে ব্যোমকেশের আগমন একটি মেস বাড়িতে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় পরে তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও সহায়ক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যে অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী শক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যোমকেশ অবশেষে অপরাধীকে চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সেটা এক কথায় অসাধারণ। এ দুটি গল্পের অনুসারী হয়ে পর পর প্রকাশিত হয়েছে আরও আটটি গল্প – ‘সীমন্তহীরা’, ‘মাকড়সার রস’, ‘অর্থমনর্থম’, ‘চোরাবালি’, ‘অগ্নিবান’, ‘উপসংহার’, ‘রক্তমুখী নীলা’, ‘ব্যোমকেশ ও বরদা’। এই দশটি গল্প লেখার পর শরদিন্দু আর ব্যোমকেশকে নিয়ে গল্প লেখেননি। কারণ, তাঁর মনে হয়েছে এই ‘সিরিজে’র গল্প পাঠকদের হয়ত আর ভাল লাগবে না। অনেক পরে একবার তিনি কলকাতায় পরিমল গোস্বামীর বাড়িতে এসেছিলেন। সে সময় বাড়ির ছেলেমেয়েরা জানতে চায় কেন তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে আর লিখছেন না। শরদিন্দু বুঝতে পারেন এ ধরনের গল্পের চাহিদা তখনও রয়েছে। দীর্ঘ পনেরো বছর পর তিনি আবার ব্যোমকেশের গল্প লিখতে শুরু করেন। এ পর্যায়ে তাঁর প্রথম গল্প ‘চিত্রচোর’ (পৌষ ১৩৫৮)। বাইশটি গল্প লেখার পর তিনি মৃত্যুর মাস কয়েক আগে লিখতে শুরু করেন শেষ গল্প ‘বিশুপাল বধ’, কিন্তু এটি তিনি শেষ করে যেতে পারেন নি। শোনা যায় শরদিন্দুর রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় সম্পাদক প্রতুলচন্দ্র গুপ্তর অনুরোধে সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল গল্পটির সমাপ্তি টেনেছিলেন | শরদিন্দু অমনিবাসে অসমাপ্ত 'বিশুপাল বধ'-ই মুদ্রিত হয়েছিল।শরদিন্দু ছিলেন কোনান ডয়েল এবং আগাথা ক্রিস্টির ভক্ত। শার্লক হোমস ও ওয়াটসনকে দেখে ব্যোমকেশ ও অজিতকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করলেও বয়স ও মানসিকতায় তাদের মধ্যে অনেক অমিল রয়েছে। শরদিন্দু একের পর এক ব্যোমকেশ কাহিনি যখন লিখে গিয়েছেন, গল্পের মধ্যে তিনি সময়ের সঙ্গে ব্যোমকেশের সাংসারিক অবস্থা ও পরিবর্তনের দিকটাও নজরে রেখেছেন। ব্যোমকেশ বিয়ে করেছে ‘সত্যবতী’ নামের একটি মেয়েকে, যার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ ‘অর্থমনর্থম’ গল্পে। বিয়ের পরে হ্যারিসন রোডের বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার কেয়াতলায় নতুন বাড়ি তৈরি করে চলে এসেছে সবাই। সবাই বলতে সঙ্গে রয়েছে অকৃতদার অজিত এবং সর্বক্ষণের বাড়ির কাজের লোক পুঁটিরাম।

পুঁটিরাম প্রথম থেকেই ব্যোমকেশের সঙ্গী এবং সংসারের একজন সদস্যের মতই তার অবস্থান। ব্যোমকেশের একটি ছেলে হয়েছে সে কথাও বলা হয়েছে। ‘অদ্বিতীয়’ গল্পটি শুরুই হয়েছে ব্যোমকেশ সত্যবতীর ঘরোয়া বিবাদ দিয়ে। গল্পে এসবের উল্লেখ থাকলেও এগুলি কখনই কাহিনিতে গুরুত্ব পায় নি, মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি। ব্যোমকেশের গল্পের কাহিনিকার মুখ্যতঃ অজিত হলেও, শরদিন্দু কিন্তু সব গল্পে অজিতকে আনেন নি। কারণ বোঝা গেল না। অবশ্য তাঁর দেওয়া একটি কৈফিয়ৎ হচ্ছে – অজিত একটা বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, লিখবার সময় কোথায় ? তাছাড়া তার ভাষাও সেকেলে রয়ে গেছে, একঘেয়ে মনে হচ্ছে। ‘বেণীসংহার’ কাহিনির শুরুতেই রয়েছে একটা সকাল বেলার কথা –“অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। ...” ‘বেণীসংহার’ গল্পটি ব্যোমকেশ অজিতের সাহায্য ছাড়া নিজেই লিখে শেষ করেছে। শরদিন্দুর ব্যাখ্যা যাই হোক, একজন মনযোগী পাঠক হিসাবে প্রথম দিকের গল্পগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে কাহিনির মধ্যে অজিতকে ছেড়ে থাকতে কিন্তু মন চায় না।অন্যান্য বহু গোয়েন্দা কাহিনির মতো ব্যোমকেশ কাহিনিতে কেন অ্যাকশন বা গোলাগুলি নেই, এ প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দুর বক্তব্য –“আমার মেজাজের সঙ্গে গোলাগুলি খাপ খায় না। তাছাড়া গোয়েন্দা কাহিনিকে আমি ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে রেখে দিতে চাই। ওগুলি নিছক গোয়েন্দা কাহিনি নয়। প্রতিটি কাহিনিকে আপনি শুধু সামাজিক সমস্যা হিসাবেও পড়তে পারেন। কাহিনির মধ্যে আমি পরিচিত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। মানুষের সহজ সাধারণ জীবনে কতগুলি সমস্যা অতর্কিতে দেখা দেয়-ব্যোমকেশ তারই সমাধান করে। কখনো কখনো সামাজিক সমস্যাও এর মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছি। যেমন ‘চোরাবালি’ গল্পে আছে বিধবার পদস্খলন।। একটি কথা, জীবনকে এড়িয়ে কখনো গোয়েন্দা গল্প লেখার চেষ্টা করি নি।” এ প্রসঙ্গে বলা যায়, দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনিকে অন্ত্যজ শ্রেণীর এবং সাহিত্য পদবাচ্য নয় বলে অনেকে মনে করতেন। এসব লেখাকে ‘বটতলা’ শ্রেণীভুক্ত করার একটা মানসিকতাও ছিল। এ সম্পর্কে শরদিন্দুর বক্তব্য, যে লেখা কোনান ডয়েল লিখে গিয়েছেন সেসব লিখতে তাঁর অন্তত কোন লজ্জা নেই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসগুলি এক অসাধারণ সৃষ্টি। সম্প্রতি শরদিন্দুর কাহিনি অবলম্বনে একাধিক চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়েছে, ব্যোমকেশের সবগুলি গল্প নিয়ে দূরদর্শনে ‘সিরিয়াল’ও তৈরি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে মঞ্জু দে’র পরিচালনায় ‘শজারুর কাঁটা’ ছায়াছবি নির্মিত হয়েছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যয়ের ছদ্মনাম ছিল ‘চন্দ্রহাস’।

শরদিন্দু ভুতে বিশ্বাস করতেন। জীবনের রহস্যময় দিকগুলিতে তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠ করেছেন, চর্চাও করতেন। বহুবার প্ল্যানচেটেও বসেছেন। ‘প্রেতাত্মার’ ‘জানানো’ অনেক বিষয়ই সত্যি বলে পরে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আমিও দীর্ঘদিন প্ল্যানচেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। শরদিন্দুবাবুর নামও যুক্ত। যাক, সেসব অন্য কাহিনি ।ভাষার মাধুর্যে ও অনায়াস গতিময়তায় শরদিন্দুর লেখা যেন বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে। সম্পূর্ণ দেশীয় পরিবেশে ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি পাঠকের মনকেও সঙ্গী করে এগিয়ে চলে। শরদিন্দু প্রসঙ্গ শেষ করি সুকুমার সেনের একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে –“ভুতের গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, ঐতিহাসিক গল্প এবং নাট্যচিত্র লেখায়ও ইনি অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভৌতিক এবং ডিটেকটিভ গল্পে তাঁহার দক্ষতা ইংরেজি গল্পের প্রায় সমতুল্য। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল অনায়াসসুন্দর সহজ ও স্বচ্ছ রচনারীতির মনোহর আদর্শ। যে গুণ থাকিলে অনাড়ম্বর রচনা কালের সম্মার্জনীর স্পর্শ এড়াইতে পারে সে গুণ শরদিন্দুবাবুর অনেক গল্পে বিদ্যমান।”

উপসংহার :

বাংলা সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি ব্যোমকেশ বক্সী। চরিত্রটি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে , লেখকের মৃত্যুর এত বছর পরও ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা , ঘাত - প্রতিঘাত - ইত্যাদির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে যেভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাতে তৎকালীন সময়ের বাঙালিদের সাধারণ জীবনযাত্রা , সাজ পোশাক , খাদ্যাভ্যাস - ইত্যাদি সম্পর্কেও জানা যায়। বাংলা সাহিত্য জগতের এক বিশিষ্ট অংশ জুড়ে ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্রটি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের অধিকারী এবং রাতের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমান।

গ্রন্থপঞ্জি

1.আকর গ্রন্থ

বন্দোপাধ্যায় শরদিন্দু, ১৩৭৭, 'শরদিন্দু অনমিবাস', প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত (১ম খন্ড) ২.বন্দোপাধ্যায় শরদিন্দু, ১৩৭৭, 'শরদিন্দু অনমিবাস', প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত (২ম খন্ড)

2.সহায়ক গ্রন্থ

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু , ব্যোমকেশ সমগ্র,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২. সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলী বসু, সাহিত্য সংসদ কলিকাতা ১৯৭৬
৩. রায় আশীষ 'এবং প্রান্তিক'
৪. চট্টোপাধ্যায় তপন কুমার,আধুনিক 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'
৫. মিত্র দিলীপ কুমার, ' শার্লক হোমস রচনাবলী ' , যূথিকা বুক স্টল, কলকাতা
৬. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল ' কাকাবাবু সমগ্র ১' এবং ২
৭. চট্টোপাধ্যায় তপন কুমার আধুনিক 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'
৮. রায় আশিষ এবং প্রান্তিক
৯. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু ব্যোমকেশ সমগ্র আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০. সেনগুপ্ত সুভাষচন্দ্র সংসদ বাঙালী চরিত্রা বিধান সাহিত্য সংসদ কলকাতা ১৯৭৬৩

বৈদ্যুতিন সহায়ক

তথ্য১.https://bn.m.wikipedia.org/wikiu/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%80২.https://abasar.net/abasarold/abasar/goyenda_Dipak.htm৩.
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80৪.
https://nandandutta.blogspot.com/2021/11/hs-bengali-project-byomkesh-bakshi.html?m=1৫.
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%80

https://abasar.net/abasarold/abasar/goyenda_Dipak.htm

https://www.millioncontent.com/2020/12/blog-post_947.html

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95#:~:text=%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A7%87%20%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%97%E0%A6%AE%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A5%A4-,%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A8%20%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%20%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AC%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%20%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0

https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kiriti_Roy?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc

https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/shovan13/29731679

http://www.bombayduckmag.com/bd/Article/358/%E0%A6%AC%E0%A6%B
2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%A6%E0%A6%A4%E0%A7
%8D%E0%A6%A4_%E0%A6%AC%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0
%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%A
5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87_%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6
%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%
A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%
E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F.html